দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 1 JUL [redacted]
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

উপজেলা পরিক্রমা

2 1 JUL 19[illegible]

লাখাই

লাখাই (হবিগঞ্জ), ২০ জুলাই (সংবাদদতা)।— উত্তরে আজমিরীগঞ্জ দক্ষিণে নাছিরনগর পূর্বে হবিগঞ্জ সদর পশ্চিমে অষ্টগ্রাম উপজেলা পরিবেষ্টিত ভাটি মুল্লুকের ইরি বোরো ধানে সমৃদ্ধ শস্য-শ্যামল উপজেলার নাম লাখাই। ধলেশ্বরী সুতাং নদী ও মিয়াদুর হাওড়ের অববাহিকার কিশোরগঞ্জ ও বি-বাড়িয়া এ তিন জেলার মিলন কেন্দ্রে অবসিথ্ত বিধায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এ উপজেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সড়ক ও নদী পথ এ উপজেলার সার্বক্ষণিক চলাচলের বিকল্প দু'টি বাহন। হবিগঞ্জ জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ এলাকা হচ্ছে লাখাই। ৭৮ বর্গমাইল ২০২.১৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলার অধিবাসীর সংখ্যা হচ্ছে ৯৯,৩৯৬ জন তন্মধ্যে পুরুষ ৪৮,৭২৩ জন ও মহিলা ৫০৬৭৩ জন।

যোগাযোগ

বৃটিশ শাসনামলে বৃহত্তর সিলেটের পশ্চিম সীমান্ত পাড়ি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থানা লাখাই উপজেলায় রূপান্তরিত হওয়ার পরও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। হবিগঞ্জ জেলা সদর থেকে লাখাই ১৬ মাইল। হবিগঞ্জ লাখাই উপজেলার এই প্রধান সড়কের সংযোগস্থল সুতাং নদীর উপর একটি ব্রীজ তৈরী উপজেলাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবী। কিন্তু তা আজো বাস্তবায়িত হয়নি।

কৃষি

এখানকার কৃষি ব্যবস্থা আজো মান্ধাতা আমলের থাকায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। নদী ও হাওড়ের অববাহিকায় এখানকার জমি খুবই উর্বর। আবাদী জমির ফসল তোলার পর অধিকাংশ বছরের সাত মাস থাকে পানির নীচে। তখন জমি ধানের সবুজ ডগায় দিগন্ত জোড়া মাঠ দোল খায়। বাকি ৫ মাস বোরো ও আমন ধান চাষ করা হয়। এ উপজেলার অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজের সহিত জড়িত। উপজেলার কৃষিযোগ্য আবাদী জমির পরিমাণ হচ্ছে ৪১,৬০০ একর, পতিত ও গোচারণ ভূমি ৬১০ একর এক ফসল, দু'ফসলী ২৩,১৫০ একর, তিন ফসলী ৯১৫০ একর, সেচ আওতায় ১৫,৮০০ একর উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলে।

শিক্ষা

উপজেলা শিক্ষার দিক হতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই। নেই কোন কলেজ। এ উপজেলাবাসীকে হবিগঞ্জ অথবা ঢাকা গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ফলে, অনেক গরীব ও প্রতিভাবান ছাত্রদের পক্ষে তা সমভব হয়ে ওঠেনা। হবিগঞ্জের ভাটি অঞ্চল হিসেবে এখানে কোন দিন কলেজ হবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই।

উপজেলায় উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি, সরকারী এতিমখানা মাদ্রাসা ১টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৯টি ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬টি রয়েছে।

চিকিৎসা

উপজেলাবাসীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য রয়েছে একটি "উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স"। বর্তমানে এর আউটডোর খোলা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ না আসায় ইনডোর খোলা হয়নি। দু'টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মধ্যে ৫৫ বছর পূর্বে স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি সম্প্রতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১টি, পশু চিকিৎসালয় ২টি রয়েছে। কিন্তু এগুলোতে জনগণের চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগও পূরণ হয় না। গুটিকয়েক ট্যাবলেট আর লাল পানি নিয়েই রোগীদেরকে বিদায় নিতে হয়।

বিদ্যুৎ

শাহাজীবাজার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (ওয়াপদা) লাখাই উপজেলাকে বিদ্যুতায়িত করার পরিকল্পনা নিলেও আজ পর্যন্ত উপজেলায় কোন গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়নি। অবশ্য উপজেলা সদর কালাউক-এ বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলেও জনগুরুত্ব সম্পন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এখনোও বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়নি। এ ছাড়াও উপজেলার পাওয়ার পাম্প ও গভীর নলকূপ স্কীম ও বিভিন্ন কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ না করায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সেহেতু উপজেলাবাসী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে যে সমস্ত উপজেলাকে বিদ্যুতায়িত করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

হাট-বাজার

অত্র উপজেলায় ১১টি হাট-বাজার রয়েছে। বাজারগুলোর রাস্তা সংকীর্ণ ও কাঁচা থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কাদা হয়ে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাজারে একশ্রেণীর মজুদদারী ব্যবসায়ী রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়ে জনগণকে শোষণ করে।